নিউজলেটার (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় শোকাবহ আগস্ট মাস ও জাতীয় শোক দিবস পালন

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ‘‘জাতীয় শোক দিবস-২০২২” যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালনের জন্য সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম মাসব্যাপী খুবই গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ কর্মএলাকার নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, কুমিল্লা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত ৫৩টি শাখা কার্যালয় সমূহে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও কর্মীগণ দিবস উদযাপন সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা, এমআরএ ও সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ও মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন পর্ব ঃ

সংস্থা নোয়াখালী জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং সুবর্ণচর উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত দিবসের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (অর্ধনিমিত) সহ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য প্রদানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের কর্মসূচিতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম এই মহান দিবসের কার্যক্রমে স্বতস্ফূর্ততার সহিত অংশগ্রহণ করেন। সুবর্ণচর উপজেলা প্রশাসনের প্রোগ্রামে সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান:

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ১৫/০৮/২২ ইং তারিখে সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন পাক থেকে তেলওয়াত করা হয়। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: সাইফুল ইসলাম স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় স্বাধীনতার মহানায়ক, বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবিস্বরণীয় বিভিন্ন অবদানের কথা তুলে ধরে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁর পিতা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) বঙ্গবন্ধুর একান্ত অনুসারী ছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধা ইউনিট সংগঠিতকরণে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। স্বাধীনতার চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মুল্যবোধ থেকে তাঁর পিতা সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংস্থার সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আদর্শকে সমুন্নত রেখে সংস্থার কাজ করার জন্য তিনি দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার প্রতিষ্ঠা ও উদ্বোধন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও শোকাবহ আগস্ট উপলক্ষ্যে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বিনম্র শ্রদ্ধায় পালন করছে মাসব্যাপী কর্মসুচী সমূহ। এরই ধারাবাহিকতায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের অভ্যর্থনা কক্ষে ৩০ আগস্ট ২০২২ ইং 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।এই কর্ণারটি উদ্বোধন করেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। উক্ত কর্ণারে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কর্মময় জীবনের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কর্ণারকে তথ্য ও দূর্লভ চিত্রের মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ করা হবে। বঙ্গবন্ধু কর্ণারটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নানান ঐতিহাসিক কর্মকান্ডের উপর লিখিত কিছু বই রাখা হয়েছে। যে কেউ বইগুলো পড়ে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে পারে।

সাসটেনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম (এসইপি) এর "পরিবেশবান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারণ"

ভ্যাক্সিনেশন ও কৃমিনাশক ক্যাম্পেইন:

এসইপি প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ২৫ টি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ২৭৫৩টি মহিষ ও গরুতে টিকা প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি গ্রহণ করার পূর্বে, খামারিদের মধ্যে টীকা ও কৃমিনাশক দেবার প্রচলন ছিলনা, ফলে অনাকাঙ্খিত গবাদি পশু ও বাছুর মৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশি। প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কুমিনাশক ও গলা ফুলা,ক্ষুড়া,তরকা,বাদলা রোগের টিকা প্রদান করার ফলে খামারিদের মধ্যে ব্যপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এর ফলে গবাদি পশুর মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে। বায়ু বাহিত ও পানি বাহিত রোগের প্রকোপ কমে গেছে যা টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২৮/০৮/২০২২ইং তারিখে এসইপি প্রকল্পের আওতায় ভ্যাক্সিনেশন ও কৃমিনাশক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয় চরজব্বর ইউনিয়নের চর পানাউল্ল্যাহ গ্রামের মোঃ কামাল উদ্দিন এর খামারে। সেপ্টেম্বর মাসে সর্বমোট ২০টি ভ্যাক্সিনেশন ও কৃমিনাশক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিলো ১১নং ক্যাম্পেইন। উক্ত ক্যাম্পেইনে ১৭জন সদস্যের ৬৫টি মহিষের মাঝে ১০০টি কৃমিনাশক ও ৬৫টি ভ্যাক্সিন বিতরণ করা হয়। ভ্যাক্সিন হিসেবে তড়কা টিকা প্রদান করা হয়।

৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে মানবসেবায় কাজ করছে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

উন্নয়নে যুব সমাজ এর আওতায় ৯নং ওয়ার্ডে যুবদের অংশগ্রহণে রাস্তার পাশে ৪৫টি তালের আটি রোপন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা। ০৭/০৭/২২ ইং তারিখে উক্ত কার্যক্রমটি অনুষ্ঠিত হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য কার্যক্রম:

৬নং চর আমানউল্যাহ ইউনিয়নের জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ২৮/০৭/২২ইং তারিখে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের আওতায় ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নে চর্ম ও ডায়াবেটিকস বিষয়ে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। ১০২ জনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এলাকার মানুষ তাদের রোগ নির্ণয় ও যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এসকল বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের ফলে সাধারণ মানুষজনের মাঝে চর্ম ও ডায়াবেটিকস বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসেবায় সমৃদ্ধি কর্মসূচী (চর এলাহী ইউনিয়ন)

সমৃদ্ধি কর্মসূচী কোম্পনীগঞ্জ উপজেলার চর এলাহী ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচীর ২০২২ - ২০২৩ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর কোয়াটারে প্রি-ডায়বেটিকস ক্যাম্পের মাধ্যমে ৩০০ জন প্রবীণ, নারী পুরুষকে ডায়াবেটিকস পরিক্ষা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপক ও সংস্থার সমৃদ্ধি কর্মসূচীর কনর্সান অফিসার ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম (স্বাস্থ্য ও পুষ্টি) ও সংস্থার কো অর্ডিনেটর প্রোগ্রাম জনাব মো: জুলফিকার আলী এতে ২৬ জনের মধ্যে ডায়বেটিকস নির্নয় করা হয়। এই ২৬ জন নারী পুরুষ পূর্বে জানতেন না তাদের ডায়বেটিকস এর মত ভয়াবহ রোগ শরীরে বহন করে জীবন যাপন করছে। প্রি- ক্যাম্পের পরে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা পরিলক্ষীত হচ্ছে। অনেকে এখন প্রকল্পে কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকের নিকট ডায়বেটিকস পরীক্ষার জন্য আসছে তাদের মধ্যে ৩% লোকের ডায়বেটিকস আছে। তারা এখন ডাক্তারের পরামর্শ নিচ্ছে এবং সচেতন জীবন যাপন করার চেষ্টা করছে।

প্রাণীসম্পদ খাতঃ

গাভী পালনে সফলতা

মরন বৈদ্য মজুমদার, চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী। তিনি সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র চরবাটা ব্যবসায়ী সমিতি একজন সদস্য। এক সময় মরন বৈদ্যর সাথে সাক্ষাৎ হয় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কর্মকর্তার সাথে গাভী পালন নিয়ে আলোচনা হয়। মরণ বৈদ্যর আলোচনা শুনে প্রাণিসম্পদ ইউনিট তাকে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র সদস্য হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শে মরণ বৈদ্য সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র চরবাটা শাখার একজন সদস্য হন এবং নিয়মিত সঞ্চয় করতে থাকেন। তার সততা ও সঞ্চয় জমার উপর ভিত্তি করে সংস্থার নিয়মনীতি অনুযায়ী মরন বৌদ্ধকে ঋণ দেয়া হয়। ঋণের টাকা দিয়ে তিনি একটি দুধালো গাভী ক্রয় করেন এবং গাভিটি এ কিছু দিন পরেই একটি মেয়ে বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা প্রসবের পর গাভীটি প্রতিদিন ১৫-১৮লিটার দুধ দিতে থাকে, যা বিক্রি করে মরণ বৈদ্যর চার সদস্যের পরিবার ভালভাবে চলে যায়। পরিবারের খরচ ও কিস্তির টাকা পরিশোধ করে অতিরিক্ত জমানো টাকা দিয়ে আরও একটি বকনা ও একটি ষাড় বাছুর ক্রয় করেন। ষাড় বাছুরটি এবছর ১৯০০০০(এক লাখ নব্বই হাজার) টাকায় বিক্রি করেন। বর্তমানে মরণ বৌদ্ধের ক্রয়কৃত গাভীটি ২য় বার বকনা বাছুর প্রসব করেছে। তার খামারে এখন ২টি বড় গর্ভবতী বকনা ও ১টি দুধালো গাভী বাছুরসহ মোট ৪টির গরু আছে, যার বাজার মূল্য ৪০০০০০(চার লাখ) টাকা। মরণ বৈদ্যর আশা ভবিষ্যতে বড় একটি দুধালো গাভীর খামারে পরিনত হবে তার এই ছোট খামারটি এবং সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা তার পাশে থেকে সর্বত্র সহযোগিতা করবে এ আশা ব্যক্ত করেন।

মৎস্য খাতঃ নোয়াখালী অঞ্চলে ভেটকি/কোরাল চাষের সম্ভাবনা

নদী বেষ্টিত নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া , কোম্পানীগঞ্জ , এবং নোয়াখালী সদর উপজেলার উপকূলীয় অঞ্চল সমূহের নদীর আয়তন ৩৮৬৭২ হেক্টর ,নদীর তীরবর্তী এলাকা প্রায় ৫৩৮ হেক্টর এবং বদ্ধ জলাশয় পুকুরের সংখ্যা-৪৬২২০টি যার আয়তন ৪৮২৭ হেক্টর। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকা নদী নির্ভরশীল। এ অঞ্চলের মাটি ও পানি মাছ চাষ উপযোগী। নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চল ভেটকি/ কোরাল প্রাকৃতিকভাবে পোনা উৎপাদনের প্রাকৃতিক উৎস্য হিসেবে বিবেচিত। এপ্রিল-মে বা বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাস প্রজনন মৌসুমের উপযুক্ত সময়। লোনা পানিতে ডিম ছেড়ে বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসের জোয়ারের পানির সাথে উপকূলীয় অঞ্চলে চলে আসে। টেলাজালসহ অন্যান্য জাল দিয়ে পোনা আহরণ করে এবং নদী সংলগ্ন ডিচ, পুকুর, খালে জোয়ারের পানি ঢুকিয়ে কোরালের রেনু সংরক্ষন করে পরবর্তীতে পোনা সাইজ করে প্রজেক্ট এবং পুকুরে মজুদ করে । পোনা আহরণ ব্যবস্থাপনাটি যথাযথ না হওয়ার কারণে কোটি কোটি ভেটকি/ কোরাল মাছের পোনা প্রতিবছর নষ্ট হয়। খামারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নার্সারী ব্যবস্থাপনা এবং বড় মাছ উৎপাদন উপর প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাকৃতিক উৎস্য থেকে প্রাপ্ত ভেটকি মাছের পোনা চাষীদের মাধ্যমে পরিচর্যা করে,উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে।

ভেটকি বা কোরাল মাছের খাদ্যাভাস দেশি প্রজাতির ছোট মাছ, তেলাপিয়ার পোনা এবং কম দামের কার্পজাতীয় মাছের পোনা নিয়মিত সরবরাহ করতে পারলে কোরাল/ভেটকি মাছের ভাল উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে। একক পদ্ধতির চেয়ে মিশ্রচাষ পদ্ধতি কোরাল মাছের উৎপাদন ভাল হয়। সীমিত আকারে মিশ্র পদ্ধতিতে কোরালের বানিজ্যিকভাবে চাষ শুরু হয়েছে। দেশিয় ও আর্ন্তজাতিক বাজারে চাহিদা থাকায় এবং লাভজনক হওয়ায় দিন দিন খামারীদের মাঝে এ মাছ চাষে আগ্রহ বাড়ছে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা সমন্বিত কৃষি ইউনিট(মৎস্য খাত) এর মাধমে ২০১৮ সাল থেকে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুবর্ণচর অঞ্চলে এ পর্যন্ত ১০৪ জন খামারীকে ভেটকি/কোরাল-তেলাপিয়া-কার্প এর মিশ্রচাষ কার্যক্রমের আওতায় ভেটকি মাছ চাষ করছেন।বিশেষ করে নোয়াখালী জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে ভেটকি/কোরাল চাষের যে সম্ভাবনা রয়েছে, মৎস্যখাতের এ প্রাকৃতিক সম্পদ চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সহযোগিতায় এ খাতে উদ্যোগ গ্রহন করলে এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাত বড় ধরণের ভুমিকা রাখতে পারবে।

সর্জান পদ্ধতিতে সীম ও নালায় মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন বুনছেন আবু তাহের

সর্জান পদ্ধতি: লবণাক্ততা ও জোয়ার ভাটার আওতাভুক্ত এলাকায় পাশাপাশি দুটি বেডের মাঝে নালা কেটে বেড উঁচু করে তাতে সবজি এবং নালায় মাছ চাষ করার পদ্ধতিকে সর্জান বা কান্দি পদ্ধতি বলে। সবজি চাষের জন্য সর্জান একটি বিশেষ পদ্ধতি।

এভাবে সবজি ও মাছ চাষ করে অনেক পতিত জমি ফসল চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব। এভাবে লবণাক্ত এলাকায় বছরব্যাপী সবজি চাষের মাধ্যমে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত সবজি বিক্রয় করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার কৃষি খাতের আওতায় ৫টি শাখায় ৪৭জন কৃষকের ৭০একর জমিতে ৪৭টি প্রর্দশনী ও ২৫ একর জমিতে ১৮টি প্রতিরূপায়ন সম্পন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে সীম, শসা, করলা, মিষ্টি কুমড়া, চিচিঙ্গা, লাউ, বেবি তরমুজ ইত্যাদি চাষ করা হয়। সরকারিভাবে সর্জানের চরবাটা, পূর্বচরবাটা, চরক্লার্ক,মোহাম্মদপুর, হাতিয়া ইউনিয়নে নানান কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

মমতাজ বেগম এর স্বামী আবু তাহের এর আদি নিবাস ছিলো ভোলার লালমোহন উপজেলায়। কাজের সন্ধানে একদিন চলে আসেন ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের পূর্ব চর উড়িয়া গ্রামে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন হওয়াতে আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ খুব একটা দেখতেই পান না। অবস্থার পরিবর্তন করাতে বিভিন্ন সময় ঋণ নিয়ে কাজের পরিধি বাড়াতে থাকেন, এরই ধারাবাহিকতায় গত বছর ১৬০ শতাংশ জমি ১ লক্ষ টাকা দিয়ে বন্ধক নেন ৫ বছরের জন্য, সে জমিতে দেশী সীম, শসা চাষ করে লাভবান হচ্ছেন দেখে এ বছর আরো ৮০ শতাংশ জমি বন্ধক নেন । পুরোদস্তুর কৃষক বনে যাওয়ার ৭ বছর হলেও উল্ল্যেখজনকভাবে লাভবান হতে পারছিলেন না কারন জমিতে অতিরিক্ত লবনাক্ততা। এমন সময় দেখতে পান সাগরিকার সমন্বিত কৃষি ইউনিটের পরামর্শে পাশের কয়েকজন কৃষক জলবায়ু অভিযোজন প্রযুক্তিতে ফসল চাষ কার্যক্রমের আওতায় মাটির আইল কেটে কান্দি তৈরি করছেন সেখানে সবজি আর মাছ চাষ করবেন, তাদের দেখাদেখি নিজের ৬০ শতাংশ জমি সর্জান পদ্ধতিতে সবজি চাষাবাদ করার জন্য প্রস্তুত করেন, যা প্রস্তুত করতে ২২,০০০ টাকা খরচ হয়। এ বছর সেখানে মাচায় দেশী সীম রুপবান ও পৈইতা চাষ করেন এবং নালায় রুই, কাতলা, কালিবাউশ, গ্রাস কার্প, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প মাছ চাষ করেন যেখানে এ পর্যন্ত ৩৫,০০০ টাকা খরচ করেন এবং এ পর্যন্ত ৩০,০০০ টাকার বেশি দেশি সীম, সীমের বিচি বিক্রয় করেন। উনার টার্গেট কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকার সীমের বিচি এবং ৩৫০০০ টাকার মাছ বিক্রয় করবেন। এই সীম চাষ করতে গিয়ে সংস্থার প্রোগ্রাম এসিট্যান্ট(কৃষি) ও কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় ফসল নিরাপদ করার জন্য ফেরোমন ফাঁদ, হলুদ ফাঁদ, নীল ফাঁদ, বিভিন্ন জৈব বালাইনাশক, কেঁচো সার ব্যবহার করেন বিধায় বাজারমুল্যও বেশি পাচ্ছেন। প্রতি কেজি সীম ৪০/৫০ টাকা কিংবা প্রতি কেজি সীমের বিচি ১৩০/১৪০ টাকা করে দাম পাওয়াতে কৃষক আবু তাহের এর স্বপ্ন ছিলো চোখে পড়ার মতো, উনি এখনই আরো ১ একর জমির নালা কেটে সর্জান পদ্ধতিতে রুপান্তর করার উদ্যোগ গ্রহন করেছেন।

Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় "দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টিনিরাপত্তা অর্জনে মাংস উৎপাদনশীল ব্রয়লার টাইপ পেকিন হাঁস সম্প্রসারণ"

পারুল বেগমের পেকিন হাঁস পালন

পারুল বেগমের স্বামীর নাম মো: শামীম। তিনিপূর্বচরবাটা শাখার মায়শা মহিলা সমিতির সদস্য। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে পারুল বেগম দেশি হাঁস পালন করে আসছে কিন্তু আধুনিক হাঁস পালন পদ্ধতি ও আধুনিক জাত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে হাঁস পালন করে লাভবান হতে পারেন নাই। এছাড়াও হাঁসের ভ্যাকসিন, ঔষধ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় হাঁস পালনে সফলতা অর্জন করতে পারেননি।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক পেকিন হাঁস প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রর্দশনী লাভ করার পর পারুল বেগমকে ৫০টি হাঁস, হাঁসের খাদ্য, খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র, জীবানুনাশক, রেজিস্টার, সাইনবোর্ড, ঔষধ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। প্রর্দশনী বাস্তবায়নের পূর্বে হাঁস পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তা কর্তৃক সাপ্তাহিক তত্ত্বাবধায়ন, তথ্যসেবা প্রদান, ওজন নির্ণয়, ভ্যাকসিনেশন ইত্যাদি কাযক্রম পরিচালনা করার ফলে পারুল বেগম হাঁস পালন সম্পর্কে হাতে কলমে জ্ঞান অর্জন করেন পরবর্তীতে হাঁস পালন চালিয়ে শুরু করেন। ৫০দিন বয়সে হাঁসের ওজন গড়ে ১.৫০ গ্রাম হয়। তিনি ৭৫দিনে হাঁস বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময় হাঁসের গড় ওজন হয় ২.৩০ গ্রাম। প্রতি হাঁস তিনি ৮০০-১০০০ টাকা দরে বিক্রি করেন। প্রাপ্ত অর্থ থেকে কিছু অংশ ব্যয় করে তিনি পুনরায় হাঁস ক্রয় করেন এবং বাকি অংশ দিয়ে সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করেন।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক পেকিন হাঁস প্রকল্পের আওতায় এসে এভাবেই দারিদ্র্য জয় করে সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পারুল বেগম।

Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় "পারিবারিক, বাণিজ্যিক ও প্যারেন্টস্টক খামার পর্যায়ে জলবায়ুসহিষ্ণু কালার ব্রয়লার মুরগি পালনের মাধ্যমে পুষ্টিনিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন"

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত কালার ব্রয়লার মুরগী পালন প্রকল্প ০১ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ইং তারিখ হতে শুরু হয়। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে কালার ব্রয়লার মুরগীর সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ। এরই ধারাবাহিকতায় ২৪ মার্চ ২০২২ সংস্থার নিজস্ব খামারে প্যারেন্টস্টক কালার ব্রয়লার মুরগি পালন শুরু হয়। সংস্থার নিজস্ব খামারে মুরগির নিবিড় পরিচযা ও তত্ত্বাবধায়নের ফলসরূপ আগস্ট মাসে প্যারেন্টস্টক থেকে ডিম পাওয়া শুরু হয়। পরবর্তীতে খামারে স্থাপিত ইনকিউবেটরে প্রাপ্ত ডিম বাছাইকরণের মাধ্যমে বাচ্চা উৎপাদনের জন্য বসানো হয়। অক্টোবর মাস থেকে মাঠ পযায়ে প্রদর্শনী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্থার ঋণী সদস্যেদের মধ্যে ১ম ধাপে প্রশিক্ষণ ও পরবর্তীতে বাচ্চা, খাদ্য, খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র, জীবানুনাশক, রেজিস্টার, সাইনবোর্ড, ঔষধ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এছাড়াও কালার ব্রয়লার মুরগী পালনকারী খামারীদের মধ্যে রাণীক্ষেত, মাস্ক, ভ্যাকসিন ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

পিকেএসএফ এর প্রশিক্ষক সহায়তার মাধ্যমে ২০ জুলাই ২০২২ তারিখে ১দিন ব্যাপী এক শাখায় একজন প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী আন্তরিকভাবে কাজ করতে আগ্রহী (অর্থাৎ ডেডিকেটেড এলই) ওয়াটার ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত ২৫জন এলইকে সংস্থার ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব মো: আবদুল মতীন। তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ের উপর জোর দিয়ে উদ্দীপক সম্বোলিত তথ্য প্রদান করে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও নোয়াখালী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে আয়োজিত এলই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত সংস্থার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এলই সংখ্যা হয়েছে ৩৯ জন।

কৈশোর কর্মসূচি

মাসিক সমন্বয় সভাঃ

গত ২৫/০৯/২০২২ইং তারিখে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে কৈশোর কর্মসূচির উদ্যোগে প্রথম মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশ **গ্রহণ করেন** মেন্টর ও কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সভাপতি,সাধারণ সম্পাদক। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ছিলেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার

এডমিন ম্যানেজার জনাব হান্নান মোল্লা, কৈশোর কর্মসূচির প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর জনাব গোলামুর রহমান খোকন ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য ছিলো মুলত কৈশোর কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা, মেন্টর ও ক্লাবের সদস্যগণ যাতে কাজ করতে আগ্রহী করে তোলা, নিজেকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এইসকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুবর্ণচর, সোনাইমুড়ি,কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি কিশোর ও একটি কিশোরী ক্লাব গঠিত হবে।উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন ক্লাবের সভাপতি ও মেন্টরগণ সেচ্ছায় কাজ করার মনমানসিকতা থাকতে হবে। নিঃস্বার্থ, ন্যায়পরায়ণ,পরোপকার, সততা ইত্যাদি গুণাবলী থাকতে হবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কৈশোর কর্মসূচির প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর জনাব গোলামুর রহমান খোকন। তিনি বলেন, কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে নীতি ও নৈতিকতার চর্চা অনুশীলন হয়। এখানে সম্পৃক্ত হলে তারা সকল প্রকার অপরাধ থেকে বিরত থাকবে।

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প

অবহিতকরণ সভা

৩০ আগস্ট,২০২২ ইং, মঙ্গলবার সকাল ১০:০০ টা থেকে ১২:০০টা পর্যন্ত মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদ, সুর্বণচর, নোয়াখালীতে চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প - ব্রীজিং (অতরিক্তি র্অথায়ন) এর সামাজিক ও জীবিকা উন্নয়ন কম্পোনেন্ট এর অবহতিকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক,সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজী মহিউদ্দিন চৌধুরী, চেয়ারম্যান, ৮নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ বজলুল করীম, ডেপুটি টীম লিডার (উন্নয়ন), চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি সরকারী,বেসরকারী, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি

পিকেএসএফ'র অনুদানে প্রদত্ত শিক্ষাবৃত্তির তথ্য ঃ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২০১২ সন থেকে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ঋণ কর্মসূচির উপকারভোগী অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছে। ব্যাংক চেকের মাধ্যমে বৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত ও সংস্থার মাধ্যমে প্রদানকৃত বৃত্তির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সুবর্ণচর উপজেলাস্থ প্রধান কার্যালয়ে ২৭/০৯/২২ ইং তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পিকেএসএফ এর অর্থায়নে শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ অনুষ্ঠান ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: বেলাল হোসেন, সহকারি পরিচালক, মো: জসিম উদ্দীন, রেজিষ্ট্রেশন অফিসার, মো: মনিরুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নোয়াখালী, মো: মাইন উদ্দীন, সহকারি সমাজসেবা অফিসার, সুবর্ণচর উপজেলা। অনুষ্ঠানে সংস্থার সহকারি পরিচালক জনাব মো: শামছুল হক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম জনাব ফজলুল হক (হক সাহেব) এর সাগরিকা সৃষ্টির ইতিহাস, পিকেএসএফ এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় পরিচালিত ও চলমান কার্যক্রমের বিস্তবারিত বর্ণনা প্রদান করেন। সাথে সাথে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সচিত্র তথ্য তুলে ধরেন। অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তৃতায় সংস্থার বিস্তারিত ও ব্যাপক কার্যক্রম দেখে খুবই অভিভূত হন ও বিস্ময় প্রকাশ করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে ভাল ফলাফল অর্জন করার জন্য আহবান জানান। দরিদ্র অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজসেবা কার্যালয়ের সরকারি বিভিন্ন সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য আবেদন ও যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব দিলীপ চন্দ্র দাস। তিনি তাঁর সমাপণী বক্তৃতায় জেলা সমাজসেবা কার্যালয় নোয়াখালী কর্মকর্তাবৃন্দকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ভালভাবে লেখাপড়া করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। বৃত্তি প্রাপ্ত একজন ছাত্রী তার অনুভূতি প্রকাশ করে পিকেএসএফ ও সাগরিকা'র প্রতি কৃতজ্ঞকা প্রকাশ করে। এরপর অতিথিবৃন্দ ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। ২০২১ অর্থবছরে এসএসসিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সর্বমোট ২০জন। প্রতিজনের জন্য বরাদ্দ ১২০০০ টাকা, মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত ২৪০০০০ টাকা। এছাড়াও এইচএসসিতে অর্থাৎ ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সর্বমোট ১৩জন। প্রতিজনের জন্য বরাদ্দ ১২০০০ টাকা, মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত ১৫৬০০০ টাকা। এসএসসিতে ক্রমপুঞ্জিভূত বৃত্তিপ্রাপ্ত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩১০জন এবং তাদের ক্রমপুঞ্জিভূত প্রদত্ত বৃত্তি অথেব্র পরিমাণ ৪৩২৩০০০ টাকা। এইচএসসিতে ক্রমপুঞ্জিভূত বৃত্তিপ্রাপ্ত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৩০জন এবং তাদের ক্রমপুঞ্জিভূত প্রদত্ত বৃত্তি অথেব্র পরিমাণ ৩০৪২০০০ টাকা। ২০২১ অর্থবছরে এসএসসি ও এইচএসসিতে (২য় বর্ষে উত্তীর্ণ) বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সর্বমোট ৩৩জন। এ যাবৎকালে ৫৪০জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মোট ৩৯৬০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। অর্থাৎ ক্রমপুঞ্জিভূত প্রদত্ত বৃত্তি অথেব্র পরিমাণ ৭৩৬৫০০০ টাকা।

সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচী:

সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্য দিয়ে একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। আর এই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ক্রমবিকাশের মাধ্যমে যে কোন জাতির ও জনপদের ধর্ম ও বর্ণ ভেদাভেদে পরিমার্জিত,পরিশীলিত ও শান্তিময় অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে । সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের কাছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের ধারণা সহজ ও কার্যকরভাবে প্রতিফলন করা যায়। সংস্থা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সাগরিকার কর্মী এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্মী ও কলা কৌশলীদের সমন্বয়ে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নিয়ে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৯২ সাল থেকে সংস্থা শিশুদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০০৭ সাল থেকে সুবর্ণচর সাগরিকা সাংস্কৃতিক ফোরাম সংগঠনের নামে নোয়াখালী সমাজ সেবা অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে উক্ত শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করে আসছে।

সুবর্ণচর উপজেলার স্কুল কলেজের বিশেষ করে এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে বুনিয়াদি শিক্ষায় দক্ষতাসৃষ্টি, জাতীয় দিবস ও উৎসব সমূহে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষিত স্থানীয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের সুন্দর পরিবেশনা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যেই সংস্থা সুবর্ণচর সাগরিকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এই সংগঠনটি সপ্তাহে ১দিন সংগীত ও নৃত্য শিক্ষা স্কুল চালু রেখেছে ও ছেলে-মেয়েদের বুনিয়াদি শিক্ষায় গড়ে তুলার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ৩ জন দক্ষ প্রশিক্ষক (সঙ্গীত, নৃত্য ও তবলচি) দ্বারা শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীরা জাতীয় দিবস ও বৈশাখী উৎসবে মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। এর ফলে সুবর্ণচর উপজেলার ছেলে-মেয়ে সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও দক্ষতায় গড়ে উঠছে এবং অনুষ্ঠানে পারফরমেন্স করছে। এর ফলে সমাজে প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ সাধিত হচ্ছে।

রেইজ - রিকভারী এন্ড এডভান্সমেন্ট অফ ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট প্রকল্প

বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের ৮৬.২% অনানুষ্ঠানিক খাতে এবং ৭৮% কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত যা টেকসই অর্থনিতীতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে কোভিড-১৯ এর কারণে অন্যাণ্য খাতের মত অনানুষ্ঠানিক খাতেও বিরুপ প্রভাব পড়েছে।এরই প্রেক্ষিতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) রেইজ প্রকল্প হাতে নিয়েছে

কর্মসূচির লক্ষ্য :

কোভিড -১৯ ক্ষতিগ্রস্ত শহর ও উপ-শহর অঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যেগ পুনরুদ্ধারে উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঋণ সহায়তা প্রদান, দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যেক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নিম্ন আয়ের পরিবার ভুক্ত তরুনদের শিক্ষানবিশ কর্মসূচীর মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানে সম্পৃক্তকরণ।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ :

- কোভিড -১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগতাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারনের অর্থায়ন
- নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুনদের শিক্ষানুবিশ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান।

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি:

মমতাজ বেগম (৩৫ বছর) রমুলপুর, মোহাম্মদপুর, হাতিয়া, নোয়াখালী জেলার সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার আসমা মহিলা সমিতির সদস্য। তিনি_সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় ন০৫/১২/২০১৭ইং সালে সদস্য পদ ভর্তি হয় এবং সপ্তাহে ১০০/- টাকা করে সঞ্চয় জমা শুরু করেন। ৮ জানুয়ারী ২০১৮ইং সালে সংস্থা থেকে ৫লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করে ৩টি গাভী ক্রয় ও নিজস্ব পুকুরে

মাছ চাষ ও স্বামীর ব্যবসায়ে পুজি বৃদ্ধি করে।ভাগ্যের পরিবর্তন শুরু করার লক্ষ্যে ৬/১২/২০১৮ ইং সালে ৮ লক্ষ টাকা, ২৮/১১/২০১৯ইং সালে ১২ লক্ষ টাকা , ২৩/১২/২০২০ ইং সালে ১৩ লক্ষ টাকা, ২৩/১২/২১ইং তারিখে ১৫লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। সংস্থা থেকে মোট ৫৪ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করেন।বর্তমানে তার খামারের ২৫ টি গাভী আছে যা দেখার জন্য ৪জন শ্রমিক সার্বক্ষনিক কাজ করেন, বরফ কলের জন্য ২২জন শ্রমিক, মাছ চাষ দেখা শুনার জন্য ৩জন শ্রমিক নিয়োজিত আছেন, এছাড়াও খন্ড কালীন ১০জন শ্রমিক কাজ করেন, তাদের চিংড়ি মাছের আড়ত আছে যা থেকে দেশের বিভিন্ন যায়গার মাছ পাঠানো হয়, এছাড়াও ৫টি ছোট পিকাপ, ২টি বড় পিকাপ, ২টি ভ্যান ট্রলি আছে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বসত বাড়তে সবজি চাষ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত হয়েছে।

সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার (স্বাস্থ্য উন্নয়ন) কর্মসূচী ঃ

ডক্টর'স চেম্বার কার্যক্রম:

ডক্টর'স চেম্বারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে সংস্থার সমিতির সদস্যসহ সমাজের দরিদ্র ও হতদরিদ্র রুগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে মা ও শিশু, মেডিসিন, গাইনী, এবং ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। ডাক্তার ভিজিট ফি সহ অন্যান্য সকল ধরনের সেবা সমূহ ৫০% ছাড় মূল্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। তাই গ্রামের অতি গরীব ও অসহায় মানুষ বিনা চিকিৎসার কষ্ট থেকে মুক্তি পাই। সপ্তাহের প্রত্যে মঙ্গলবার ডাঃ সুমা রাণী কর, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য),গাইনী রোগী দেখেন বিকাল ৪টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত এবং প্রত্যেক শুক্রবার রোগী দেখেন ডাঃ বিথী বিশ্বাস, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), মেডিসিন, সকাল ৯টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ।

ডাঃ সুমা কর

মাসিক হিসাব	৪ টা চেম্বার	১২০ জন রোগী
ত্রৈমাসিক	১২টা চেম্বার	৩৬০ জন রোগী
ভিজিট	ফ্রি (স্বাস্থ্য কার্ড বাধ্যতামূলক)	

ডাঃ বিথী বিশ্বাস

মাসিক হিসাব	৪ টা চেম্বার	৫০ জন রোগী
ত্রৈমাসিক	১২টা চেম্বার	১৫০ জন রোগী
ভিজিট	ফ্রি (স্বাস্থ্য কার্ড বাধ্যতামূলক)	

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র ডেইরি আইকন সম্মাননা ও পদক লাভ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ ‘সম্মাননা পত্র’ ডেইরি আইকন-২০২১ সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম (সুমন), সুবর্ণচর, নোয়াখালীডেইরি সেক্টরে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাণিসম্পদ, অধিদপ্তরমৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর পক্ষ থেকে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’কে খামার যান্ত্রিকীকরণ ক্যাটাগরিতে ‘‘ডেইরি আইকন ২০২১ পদকে ভূষিত করা হয়।

’সফল মৎস্য চাষ উদ্যোক্তা’ হিসেবে সংস্থার পুরস্কার লাভ:

”নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হলো জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২। ২৪/০৭/২২ ইং তারিখে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষ, সূবর্ণচরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর, সূবর্ণচর, নোয়াখালী। অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন জনাব অধ্যক্ষ এ এইচ এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম (চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সূবর্ণচর, নোয়াখালী), সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব চৈতী সর্ববিদ্যা, (উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সূবর্ণচর, নোয়াখালী)। অনুষ্ঠানটিতে ’সফল মৎস্য চাষ উদ্যোক্তা’ হিসেবে পুরস্কার অর্জন করে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’। সংস্থার পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি বলেন, “বর্তমানে আমরা মৎস্য, প্রাণি ও কৃষি এই ৩টি ইউনিট নিয়ে কাজ করছি। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকলে নিরাপদ মাছ উৎপাদনে সফলতা আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থাকে সফল মৎস্য চাষ উদ্যোগতা’র জন্য পুরস্কার প্রদান করায় তিনি প্রশাসন ও মৎস্য কর্মকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পিকেএসএফ এর কর্মকর্তাদের সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন

২৭/০৯/২২ইং তারিখে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা পরিদর্শনে আসেন পিকেএসএফ এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ জনাব রোকনুজ্জামান,ম্যানেজার (প্রোগ্রাম) ও ডিপিসি (BD Rural wash for HCD programme), জনাব জি.এম. হুমায়ূন আজম, ডেপুটি ম্যানেজার (প্রোগ্রাম) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, এনভারনমেন্টাল সেইফগার্ড কনসালটেন্ট, জনাব মেহেদী হাসান, অডিটর, পিকেএসএফ।

২ দিন ব্যাপী সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কর্মকর্তাবৃন্দ। পরিদর্শন শেষে ২৮/০৯/২২ ইং তারিখে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম এর কক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাকালে পিকেএসএফ এর কর্মকর্তাবৃন্দ সংস্থার কার্যক্রম এর বিষয়ে পরামর্শ দান করেন। আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, ব্যবস্থাপক (মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন) এবং সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।